



# বীমা মেলা ২০১৮

১৫-১৬ মার্চ ২০১৯

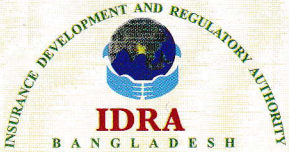
জিমেনেসিয়াম মাঠ

এম. এ আজিজ স্টেডিয়াম, চট্টগ্রাম



নিরাপদ ভবিষ্যতের  
জন্য বীমা

## বীমার ধারণা



বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ

সাধারণ বীমা টাওয়ার (৯ম তলা) ৩৭/এ, দিলকুশা বা/এ

ঢাকা- ১০০০ | ফোন : ৯৫৬৫৫৪৮, ৯৫৫৩৫০৩

idra.org.bd

### ◆ **বীমা কী এবং কেন ?**

বীমা একটি চুক্তি যাতে নির্দিষ্ট প্রিমিয়ামের বিনিময়ে জনগণের জীবন ও সম্পত্তির আর্থিক ক্ষতির ঝুঁকি গ্রহণ করা হয়। বীমা প্রতিষ্ঠানসমূহ দু' শ্রেণিতে জনগণের জীবন এবং সম্পত্তি ও দায়ের আর্থিক ক্ষতির ঝুঁকি গ্রহণ করে থাকে। লাইফ বীমা প্রতিষ্ঠান মানুষের জীবনের ক্ষতির ঝুঁকি গ্রহণ করে এবং নন-লাইফ বীমা প্রতিষ্ঠান মানুষের সম্পত্তি ও দায়ের ক্ষতির ঝুঁকি গ্রহণ করে।

### ◆ **বীমা গ্রাহক কারা ?**

বীমা পলিসি বা বীমা পরিকল্পনা বা বীমা পণ্য গ্রহণকারীকে বীমাগ্রাহক বলা হয়।

### ◆ **বীমা অবলিখন বা আন্ডাররাইটিং কী?**

বীমা চুক্তি সম্পাদনের পূর্বে লাইফ বীমার ক্ষেত্রে গ্রাহকদের আর্থিক সঙ্গতি এবং স্বাস্থ্যগত তথ্য উপাত্ত এবং নন-লাইফ বীমার ক্ষেত্রে সম্পত্তি ও দায়ের তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণপূর্বক ঝুঁকি মূল্যায়নের প্রক্রিয়াকে অবলিখন বা আন্ডাররাইটিং বলা হয়। অবলিখনের কর্ম সম্পাদনকারীকে অবলিখনক বলে।

### ◆ **দেশে কী ধরনের নন-লাইফ বীমা প্রচলিত আছে?**

বর্তমানে বাংলাদেশে বিভিন্ন ধরনের বীমা প্রচলিত রয়েছে। যেমন- স্বাস্থ্য বীমা, শিক্ষা বীমা, যানবাহন বীমা, অগ্নি বীমা, নৌ (কার্গো) বীমা, নৌ(হাল) বীমা, বিভিন্ন বাহনে বহনকৃত মালামালের ঝুঁকির জন্য বীমা, কৃষি বীমা, গবাদিপশু বীমা, দুর্ঘটনা জনিত ক্ষতির বীমা এবং বিভিন্ন সম্পত্তি ও দায়ের ঝুঁকির বীমা প্রচলিত রয়েছে। নন-লাইফ বীমাকারী বীমাগ্রাহককে অগ্নিকান্ডে ক্ষয়ক্ষতিজনিত ঝুঁকি হ্রাসের বীমা, পণ্য সামগ্রি এক স্থান থেকে অন্য স্থানে জাহাজে নেয়ার ক্ষতি ঝুঁকি হ্রাসের বীমা, জাহাজের ক্ষতি ঝুঁকি হ্রাসের বীমা, মোটর গাড়ী দুর্ঘটনাজনিত কারণে ক্ষতির ঝুঁকির বীমার সুবিধা প্রদান করে থাকে। মোটর গাড়ী বীমা দু' প্রকৃতির হয়ে থাকে, যেমন- কমপ্রিহেনসিভ বা ফাস্ট পার্টি ইন্স্যুরেন্স এবং এক্সল্যাবিলিটি বা থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স। কমপ্রিহেনসিভ ইন্স্যুরেন্সে মোটর গাড়ী, যাত্রী এবং রাস্তা ব্যবহারকারী এবং তৃতীয় পক্ষের কোন ক্ষতির ঝুঁকির বিষয়টি আবরিত থাকে এবং প্রিমিয়ামের পরিমাণও বেশী। অপর পক্ষে এক্সল্যাবিলিটি বা থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স শুধুমাত্র তৃতীয় পক্ষের কোন ব্যক্তি বা সম্পদের ক্ষতির ঝুঁকির বিষয়টি আবরিত থাকে এবং প্রিমিয়ামের পরিমাণও কম। তাছাড়া স্বাস্থ্য, ইঞ্জিনিয়ারিং, শস্য বীমা, বার্গলারি, ব্যাংক লকার, নগদ টাকা বহন, গোবাদি পশু ইত্যাদি ইন্স্যুরেন্স হল বিবিধ উপ-শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত।

### ◆ **দেশে কী ধরনের লাইফ বীমা প্রচলিত আছে?**

বীমার সুবিধাদি প্রদানের বিবেচনা থেকে বিভিন্ন ধরনের লাইফ বীমা পলিসি চালু রয়েছে, যেমন- টার্ম ইন্স্যুরেন্স, মেয়াদী বীমা বা এন্ডোমেন্ট ইন্স্যুরেন্স, নিরাপত্তা বা প্রটেকশন বীমা, পেনশন এবং স্বাস্থ্য বীমা চালু আছে।

### ◆ **টার্ম ইন্স্যুরেন্স কী?**

টার্ম ইন্স্যুরেন্স পলিসি বিভিন্ন মেয়াদে হয়ে থাকে। বীমা পলিসি চলাকালীন সময়ে বীমা গ্রাহকের মৃত্যু ঘটলে তার মনোনীতক বীমার শর্ত মোতাবেক বীমা অংকের সমপরিমাণ অর্থ মৃত্যু দাবি হিসেবে পাবে। কিন্তু বীমা গ্রাহকের মৃত্যু না হলে বীমা পলিসির মেয়াদান্তে কোন অর্থ পাবে না।

### ◆ **এন্ডোমেন্ট ইন্স্যুরেন্স কী?**

এন্ডোমেন্ট বা মেয়াদী বীমা পলিসি এক ধরনের সঞ্চয় যা পলিসির মেয়াদের মধ্যে বীমা গ্রাহকের মৃত্যু ঘটলে তার মনোনীতক বীমা অংকের সমপরিমাণ অর্থ মৃত্যু দাবি হিসেবে পেয়ে থাকে। কিন্তু মেয়াদের মধ্যে বীমা গ্রাহকের মৃত্যু না হলে বীমা গ্রাহক মেয়াদ শেষে মেয়াদোত্তীর্ণ দাবি হিসেবে বীমা অংকের সমপরিমাণ অর্থসহ লাভ লোকসানের অংশ পেয়ে থাকে। এ ক্ষেত্রে লভ্যাংশ অংশগ্রহণ বিবেচনায় লাইফ বীমা প্রতিষ্ঠানে লভ্যাংশহীন এবং লভ্যাংশসহ দু' ধরনের বীমা পরিকল্পনা রয়েছে। লভ্যাংশসহ বীমা পরিকল্পনার ক্ষেত্রে বীমা গ্রাহক কোন ক্ষতির সম্মুখীন না হলেও মেয়াদান্তে বীমাকৃত অর্থের সাথে লাভ লোকসানের অংশ পেয়ে থাকে। অপর পক্ষে লভ্যাংশহীন বীমা পরিকল্পনার ক্ষেত্রে বীমা গ্রাহক মেয়াদান্তে লাভ লোকসানের অংশ ব্যতিত শুধুমাত্র বীমাকৃত অর্থ পেয়ে থাকে।

### ◆ নিরাপত্তা বা প্রটেকশন ইন্স্যুরেন্স কী?

আমাদের দেশে নিরাপত্তা বীমার ক্ষেত্রে শিশু নিরাপত্তা বীমা এবং শিশুর শিক্ষা বীমা ব্যবহার প্রচলন রয়েছে। এ সকল বীমায় শিশুর অভিভাবকের অনুপস্থিতিতে বীমার শর্ত মোতাবেক আর্থিক সুবিধা প্রদান করে থাকে।

### ◆ পেনশন ইন্স্যুরেন্স কী?

লাইফ বীমা প্রতিষ্ঠান ভেদে স্বতন্ত্রভাবে পেনশন বীমার প্রচলন রয়েছে। এ বীমার ক্ষেত্রে গ্রাহককে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত প্রিমিয়াম বাবদ অর্থ পরিশোধ করতে হয়। নির্দিষ্ট সময়ের পর বীমা গ্রাহক যতদিন বেঁচে থাকবেন ততদিন পর্যন্ত পেনশন পাবেন বা তার অবর্তমানে মনোনীতক নির্ধারিত সময় পর্যন্ত পেনশন পাবেন। এ ছাড়াও টার্ম এবং এন্ডাওমেন্ট এর সংমিশ্রণেও বিভিন্ন বীমা পরিকল্প রয়েছে।

### ◆ বীমার প্রিমিয়াম কী ?

বীমা প্রিমিয়াম বলতে বীমাযোগ্য ঝুঁকির বিপরীতে বীমাকারী কর্তৃক গ্রহণকৃত একটি নির্দিষ্ট অংকের অর্থে বুঝায়। লাইফ বীমাকারীর ক্ষেত্রে বীমা পলিসির পরিকল্প এবং বিভিন্ন মেয়াদ অনুযায়ী নির্ধারিত বাৎসরিক প্রিমিয়াম প্রদান করতে হয়। এ ক্ষেত্রে বীমা গ্রাহক বাৎসরিক, ষান্মাসিক, ত্রৈমাসিক বা মাসিক কিস্তিতে প্রিমিয়াম বীমাকারীকে প্রদান করে থাকে। অপর পক্ষে নন-লাইফ বীমায় বীমাযোগ্য ঝুঁকির বিপরীতে নির্ধারিত প্রিমিয়াম বীমাগ্রাহক বৎসরে একবারই প্রদান করে। নন-লাইফ বীমার ঝুঁকির মেয়াদ এক বৎসরের জন্য হয়। বীমাকারী প্রিমিয়াম গ্রহণের বিপরীতে বীমাগ্রাহককে রশিদ ইস্যু করে থাকে।

### ◆ পলিসি তামাদি কী?

লাইফ বীকারীর গ্রাহক কর্তৃক সাধারণত প্রিমিয়াম দেয় তারিখের মধ্যে জমা না করলে পলিসি তামাদিতে রূপান্তরিত হয়। তবে দেয় তারিখের পর এক মাস সময়কে বীমাকারী অনুগ্রহকাল হিসাবে বিবেচনা করে। উক্ত অনুগ্রহকাল অতিক্রান্ত হওয়ার পরই বীমাকারী পলিসির তামাদি গণনা করে থাকে। তামাদির ফলে গ্রাহকের আর্থিক নিশ্চয়তা রহিত হয়ে যায়, বীমাটি পরিশোধিত মূল্য অর্জন করে, গ্রাহকের আর্থিক ক্ষতি হয় এবং গ্রাহকের মৃত্যুতে দাবি দেয়া সম্ভব হয় না।

### ◆ লাইফ ইন্স্যুরেন্স এর বীমা গ্রাহকের করণীয় বিষয় কী ?

লাইফ ইন্স্যুরেন্স এর বীমা গ্রহণের পূর্বে এবং পরে বীমাগ্রাহক যে সকল বিষয়ে নিবিড় মনোযোগ রাখতে হবে তা হল-

- বীমা পণ্যের (বীমা পরিকল্প) সুবিধা অসুবিধা সম্পর্কে ভাল করে জেনে নিতে হবে;
- বীমাকারীর প্রস্তাব পত্র বুঝে শুনে সঠিত তথ্য দিয়ে পূরণ করে নিজে স্বাক্ষর করে দিতে হবে এবং এর একটি কপি নিজে সংরক্ষণ করতে হবে নতুবা পরবর্তীতে বীমা দাবির নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে জটিলতা সৃষ্টি হতে পারে;
- বীমা প্রস্তাব পূরণের সময় কোন তথ্য গোপন করা যাবে না, যদি তথ্য গোপন করে প্রস্তাবপত্র পূরণ করা হয় এবং তা পরবর্তীতে বীমা দাবি নিষ্পত্তির সময় প্রমাণিত হলে তথ্য গোপনের দায়ে দাবিটি নাকচ হয়ে যাবে;
- গ্রাহক তার নিজের আর্থিক সক্ষমতা বিবেচনায় নিয়ে কারও প্ররোচনা বা প্রভাব ব্যতিরেকে বুঝে শুনে বীমা পলিসি ক্রয় করবে;
- বীমা পলিসি করার সময় অবশ্যই মনোনীত নমিনি বা মনোনীতকের নাম উল্লেখ করতে হবে;
- বীমাকারী কর্তৃক পলিসি গ্রহণের পর সমুদয় রশিদসমূহসহ বীমা দলিল বুঝে নিতে হবে এবং এটি যত্নে সংরক্ষণ করতে হবে;
- পরবর্তীতে বীমার মেয়াদপূর্তি পর্যন্ত প্রিমিয়াম দেয় তারিখে অর্থাৎ নির্ধারিত সময়ে বীমাকারীর ব্যাংক হিসাবে বা নির্ধারিত অফিসের হিসাব বিভাগের সংশ্লিষ্ট দায়িত্বরত কর্মকর্তার নিকট প্রিমিয়াম জমা দিয়ে রশিদ সংগ্রহ করে তা সংরক্ষণ করতে হবে;
- প্রতি বৎসর সমাপ্তির পর বীমাকারীর নিকট পলিসি হিসাবের বিবরণী সংগ্রহ করে জমা রশিদের সাথে মিলিয়ে দেখতে হবে;
- বীমাগ্রাহকের প্রস্তাব পত্রে প্রদত্ত তথ্য যেমন- বর্তমান ঠিকানা, মনোনীত নমিনি, চাকুরী বা কাজের অবস্থান ইত্যাদি সঠিকভাবে প্রদান করতে হবে এবং পরবর্তীতে কোন পরিবর্তন হলে তাও বীমাকারীর পলিসি সার্ভিসিং বিভাগে অবহিত করে হালনাগাদ করতে হবে ;
- বীমা পলিসি ক্রয়ের বিষয়টি পরিবারের সদস্যদের নিকট অবহিত করতে হবে এবং

• বীমা পলিসি গ্রহণের সময় ব্যাংক হিসাবে যে ভাবে নাম উল্লেখ রয়েছে ঠিক একইভাবে বীমা পলিসির ক্ষেত্রেও নাম উল্লেখ করতে হবে।

#### ◆ নন-লাইফ ইন্স্যুরেন্স এর বীমা গ্রাহকের করণীয় বিষয় কী ?

বীমা পলিসি গ্রহণের পূর্বে বীমা গ্রাহকের সম্পত্তি ও দায়ের ওপর আবির্ভূত ঝুঁকির বিষয়ে সঠিক ধারণা করে বীমার প্রস্তাব পত্রে স্বাক্ষর করাতে হবে। প্রয়োজনে বীমা পলিসি গ্রহণের পূর্বে ঝুঁকি নির্ধারণের ক্ষেত্রে সার্ভেয়ার দ্বারা প্রি-ইন্সপেকশন এর মাধ্যমে মূল্যায়ন করতে হবে।

#### ◆ বীমা দাবি (ক্রেইমস) কী ?

বীমা দাবি বলতে বীমাকৃত ব্যক্তি বা তার পক্ষে নমিনী বীমা পলিসির শর্তানুসারে কোন লস বা ক্ষতির সম্মুখীন হলে বীমাকারীর নিকট এ সকল ক্ষতি পূরণের জন্য যে আনুষ্ঠানিক অনুরোধ বা আবেদন করে তাকে বুঝায়। বীমা দাবির আবেদনের সাথে সংশ্লিষ্ট কাগজ পত্রাদি অবশ্যই দাখিল করতে হবে। লাইফ বীমাকারীর মেয়াদ উত্তীর্ণ, সারেভার বীমা দাবি পলিসির শর্ত মোতাবেক স্বয়ংক্রিয়ভাবে বীমাকারী কর্তৃক নিষ্পত্তি হবে।

নন-লাইফ বীমার ক্ষেত্রে দুর্ঘটনা পরবর্তীতে বীমাকারী কর্তৃক সার্ভেয়ার নিয়োগ করা হয়। এ ক্ষেত্রে সার্ভেয়ারকে প্রয়োজনীয় তথ্য উপাত্ত দিয়ে সহযোগিতা প্রদান করা বীমাগ্রাহকের একান্ত দায়িত্ব। আবার সার্ভেয়ার কর্তৃক প্রস্তুতকৃত প্রতিবেদনের কপি বীমাগ্রাহকের নিকট প্রেরণ করার আইনী বাধ্যবাধকতা রয়েছে। বীমা গ্রাহক সার্ভেয়ারের প্রতিবেদনে অসন্তুষ্ট হলে বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের নিকট প্রথম সার্ভে প্রতিবেদন পাওয়ার ৪৫দিনের মধ্যে দ্বিতীয় সার্ভেয়ার নিয়োগের আবেদন করতে হয়।

#### ◆ কী কারণে লাইফ বীমাকারী থেকে বীমা গ্রাহকের মৃত্যুদাবি প্রত্যাখ্যাত হয় ?

যে সকল কারণে বীমা মৃত্যু দাবি প্রত্যাখ্যাত হয় তা হল - বীমা পলিসি গ্রহণ করার সময় বীমা গ্রাহকের স্বাস্থ্যগত সঠিক তথ্য প্রদান না করা বা গোপন রাখা, ঝুঁকি গ্রহণকালীন সময়ে প্রস্তাবপত্রে উল্লেখিত বয়স প্রকৃত বয়সের চেয়ে কম বা বেশী দেখালে, আর্থিক সামর্থ্য না থাকা সত্ত্বেও উদ্দেশ্যমূলকভাবে বীমাগ্রহীতা বড় বীমা অংকের পলিসি গ্রহণ করলে, প্রকৃত পেশা ও বিদেশে অবস্থানের তথ্য গোপন করে বীমাগ্রহীতা পলিসি গ্রহণ করলে, তামাদি পলিসি পূর্ববহালের সময় বীমাগ্রহীতা শারীরিক অসুস্থতার তথ্য গোপন করে পলিসি পূর্ববহাল করলে, মৃত্যুদাবি পাওয়ার লক্ষ্যে বীমাগ্রহীতার মৃত্যুর পর পিছনে তারিখ (back date) বসিয়ে প্রিমিয়াম গ্রহণ রশিদ (PR) ইস্যু করে প্রিমিয়াম প্রদান করলে, মিথ্যা মেডিকেল রিপোর্ট দাখিল করলে, মহিলাদের ক্ষেত্রে অন্তঃসত্ত্বা থাকা অবস্থায় তথ্য গোপন করে বীমা গ্রহণ করলে অথবা বীমা পূর্ববহাল করলে এবং পলিসি তামাদি অবস্থায় পরিশোধিত মূল্য (Paid up Value) অর্জনের পূর্বে বীমাগ্রহীতার মৃত্যু হলে।

#### ◆ বীমা গ্রাহক বীমা দাবি না পেলে অভিযোগ কোথায় করবে?

প্রথমে অভিযোগ বিষয়ে প্রমাণাদিসহ সংশ্লিষ্ট বীমাকারীর ঠিকানায় ব্যবস্থাপনা পরিচালক / মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তার বরাবর দাখিল করবে। যদি ব্যবস্থাপনা পরিচালক/ মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা অভিযোগ বিষয়ে যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে সমাধান না করে তবে মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তার নিকট প্রদত্ত অভিযোগের কপি ও প্রমাণাদিসহ মাননীয় চেয়ারম্যান, বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ, সাধারণ বীমা টাওয়ার (৯ম তলা), ৩৭/এ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০ এর বরাবরে দাখিল করবে। প্রয়োজনে বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের ওয়েব সাইটে রক্ষিত নির্দিষ্ট অভিযোগ বক্সে দাখিল করতে পারবে। অভিযোগ দাখিলের পর কর্তৃপক্ষ বীমা আইনের বিধান মোতাবেক যথাযথ নিষ্পত্তি করবে।

#### ◆ কী কী বিষয়ের অভিযোগ কর্তৃপক্ষ আমলে নিবে ?

• দাবি নিষ্পত্তিরজন্য লাইফ ইন্স্যুরেন্সের ক্ষেত্রে বীমা অংক ২৫,০০০/- টাকা এবং নন-লাইফ ইন্স্যুরেন্সের ক্ষেত্রে বীমা অংক ৫,০০,০০০/- পর্যন্ত প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট প্রাপ্তির ৯০ দিনের মধ্যে মৃত্যুদাবি ও মেয়াদোত্তীর্ণ দাবি এবং দুর্ঘটনাজনিত দাবি পরিশোধ না হলে অভিযোগ উত্থাপন করা যাবে।

• বীমাকারীর নিয়োজিত এজেন্টের দ্বারা গ্রাহক ক্ষতিগ্রস্ত হলে যদি বীমাকারী ক্ষতিপূরণ না দেয়। এক্ষেত্রে উপযুক্ত প্রমাণসহ উপস্থাপন করতে হবে।